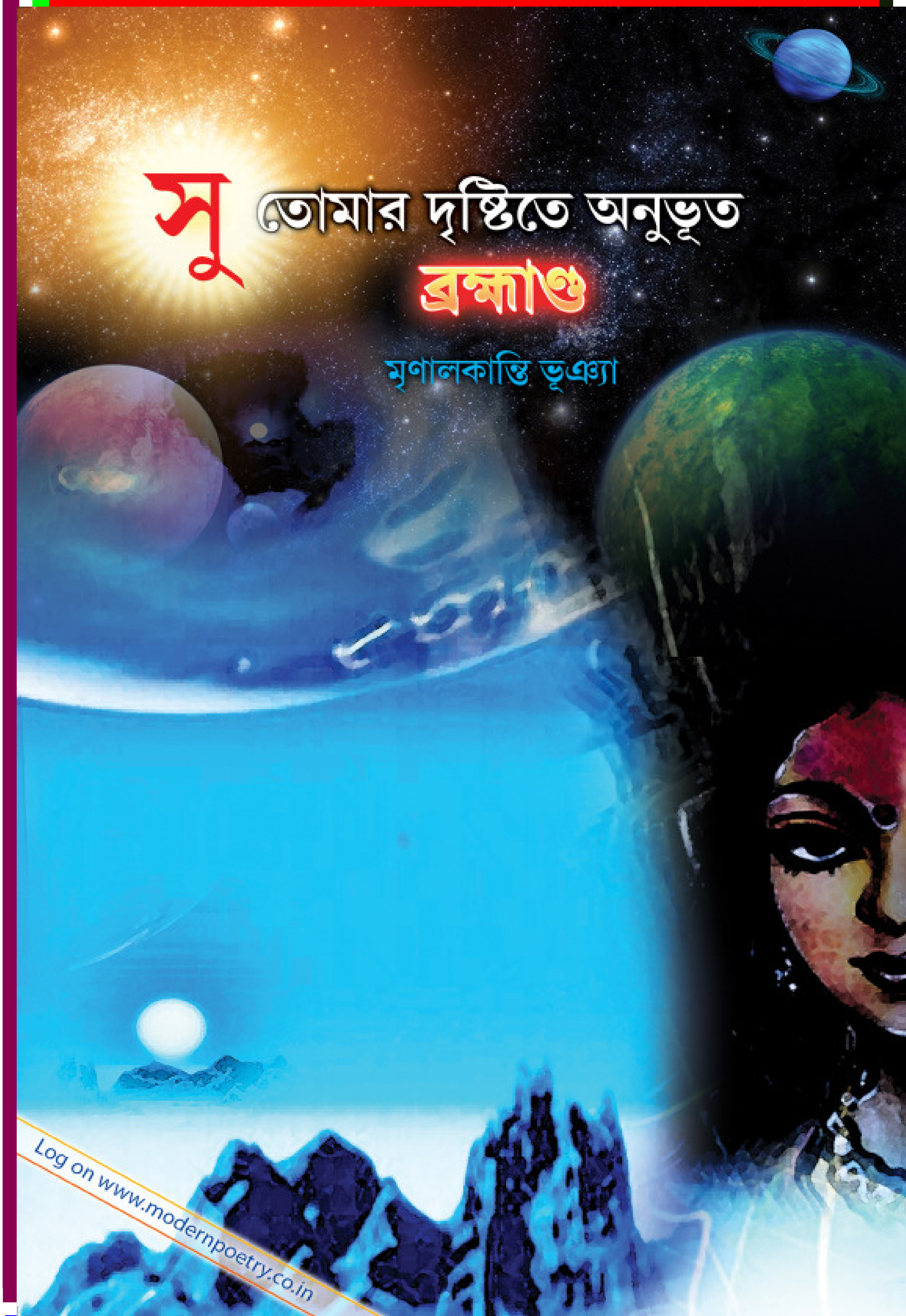
সু তোমার দৃষ্টিতে অনুভূত
ব্রহ্মাণ্ড
মৃণালকান্তি ভূঞ্যা
Log on www.modernpoetry.co.in

সু তোমার দৃষ্টিতে অনুভূত ব্রহ্মাণ্ড

সূচীপত্র

নশ্বর এ জীবন	০১-০৫
প্রেমাতীত চর	০৬-০৭
প্রেমহীন পৃথিবী	০৮
চন্ডাশোক	০৯-১০
মহাশূণ্যের বেদনা	১১-১২
নারদের ঘর	১৩-১৪
অমানিশি ঘনঘোর	১৫-১৬
জীবনবোধ	১৭-১৮
চরম গতি	১৯-২০
অভেদ তত্ত্ব	২১-২৫
শত ব্রহ্মাণ্ড	২৬-২৯
ধর্মতলা	৩০-৩২
আত্মা-পরমাত্মার মিলন	৩৩-৩৪
পৌনঃপুনিক মৃত্যু	৩৫-৩৮
কেল্ভিন মাপন	৩৯-৪১
পরমপরমাত্মা	৪২-৪৫
“সুকৃষ্ণ”	৪৬-৪৮
চলন ও বিচলন	৪৯-৫৩
সূক্ষ্মকণার স্রোত	৫৪-৫৮
একেশ্বরবাদ	৫৯-৬১
যমজ ফোটন	৬২-৬৪
মহাজাগতিক শৃঙ্গার	৬৫-৬৮
শূণ্যবৃত্ত	৬৯-৭২
মহাজাগতিক ডি.এন.এ. বিন্যাস	৭৩

ঃঃঃ

নশ্বর এ জীবন

ব্রজসুন্দরী রাই কিশোরী ভুলেছে নাওয়া খাওয়া
মুখে মুখে রটেছে বার্তা
ব্রজের গোপাল ছেড়ে ব্রজধাম গিয়েছে মথুরা
গোঠেতে চরে না ধেনু শাখে শাখে বাজে না বেণু
কদম্বের শাখে ফোটে না পুষ্প মঞ্জুরি
যমুনার জলে ওঠে না কল্লোল।
কোন ব্রজনারী পায়েতে বাঁধে না নুপুর
কটিতে গাগরি নিয়ে না যায় আনিতে জল যমুনার পানে
উনুনে চড়ে না হাঁড়ি গালেতে হাত রাখি
সকল ব্রজনারী দাওয়াতে আছে বসি,
দু'চোখে কেবল অশ্রু ঝরে যায় ভিজে বুকের আঁচল খানি।
কেউ হারায়েছে নয়নের নিধি /যেন সদ্য স্বাতা রমণী শরীর
ননিচোরা বলে কত কত শত বার পেড়েছে গালি
যশোদা মায়ের কাছে করেছে নালিশ
যেমন মায়ের ছেলে তেমনি এ গোপাল
বিশ্ব সংসারে নেই দ্বিতীয় কোন এ হেন বাল,
গোপাল গিয়েছে ছেড়ে যেই ব্রজধাম
কোথাও নেই সুখ যেন শূন্য শ্মশান
ননীভাঁড় পড়ে আছে অক্ষত গা
কচি কোমল হাতের লাগেনি পরশ /শুধু নয় তা
কোন মাতা ক্ষোভেতে ভেঙেছে ননীর হাঁড়ি
হা গোপাল হা গোপাল বলে
তার ওপর যায় গড়গড়ি।
ননী অঙ্গ কাঁদে ননীচোরা লাগি।
শ্রীদাম-সুদামের দুঃখ না পারি বর্ণিতে
তড়িতাহতের মত স্থির বসে আছে
সখা ছিল কাছে বুঝিনি তো আগে
সখার বিহনে যে এত কষ্ট আছে

পরের পাতায়

যেন প্রাণহীন দেহ ভাসায়েছে ভেলা অসীম যমুনা মাঝে
সখার প্রিয় খাবারগুলো আর মুখে নাই রুচে
সখার সাথে কত খেলা রাত্রি দিন জুড়ে
কোন খেলা কোন মজা ভাল নাই লাগে
সখা যদি জানে তবে কত কষ্ট পাবে।
যে পথে পা রাখি সখা ছিল আগে
সখার বিহনে কেমনে বেড়াব সেই পথ ধরে।
তুলসির মূল হয়েছে নির্মূল কৃষ্ণ বিরহে
কোথাও নেই সেই চন্দন সুবাস
চন্দন পিড়িতে কোন প্রেমময়ী নারি
রাখেনি তার কোমল হাত কমল ভ্রম করি
অস্ফুট ওষ্ঠে ওঠে সেই সুর কেবল আমার কানু
আমার কানু।
সর্বঅঙ্ক হতে প্রেম ঝরে ঝরে পড়ে
চোখের অশ্রু নীরে চন্দন নিজে
বসন্ত সমীরে সৌরভ ছড়ায় ব্রজধাম জুড়ে।
শত বরিষণেও কোথাও জাগেনি ভার্গবী মঞ্জরী।
তারাও হয়েছে বিরহ কাতরা
সমগ্র পথ যেন ধু ধু বালুক বেলা
দুর্বাদল শ্যামের পদস্পর্শ বিনা
তাদের জীবন হয়েছে অর্থহীনা।
কানু সোহাগিনি পিরিতি শিরোমণি
ভুলেছে নাওয়া ও খাওয়া
পীতবাস সর্বাঙ্গে জড়ায়ে ভূমিতে লুটায়
এলোথেলো বেশ গোপন নাহিক রয় গোপনীয় দেশ
পড়শীরা কলঙ্কিনী কয় /লজ্জায় একা ফেলে গৃহ মুখে যায়।
বিনুনি হয়নি বাঁধা লম্বিতকেশ
জানুপরে এসেছে পড়ে এলোথেলো চিকুরজাল
যেন প্রভাতের স্বর্ণ সূর্য এই মাত্র দিয়েছে ঢেকে

পরের পাতায়

ঘন কালো নীরধর।
তারই পানে চেয়ে থাকে
চারিপাশে কৃষ্ণ বাঁশি উঠে যে বাজিয়া
এই হাসে এই কাঁদে এই মূর্ছা যায়
এ হেন পাগল দশা দেখা নাই যায়
রাত্রিতে চাঁদের দিকে সদা চেয়ে থাকে রাই
চাঁদে যদি না থাকত কলঙ্কের রেখা
না যদি মাখত গায়ে কলঙ্কের মায়া
তাহলে পড়ত না সই কালানিধির গায়ে
মুকুন্দের ছায়া।
শ্রীময়ীর কোন সাধ নেই নিশাপতি পানে চায়।
যামিনীর মাঝে রাধা সদা চঞ্চল ময়
শত কৃষ্ণ ছায়া রূপে খেলে খেলে যায়
অঙ্গে ও বহিরাঙ্গে রোমাঞ্চ ছড়ায়
এক কৃষ্ণে হ্লাদিনী ঘরছাড়া হয়
শতাধিক রাধারমণ ছায়া মাঝে মায়া রূপে
লাস্যময় হয়।
রাসেশ্বরী কানুপ্রিয়া ভাবান্তর হয়
ডায়ে বাঁয়ে, দশ দিকে ফিরে ফিরে চায়
শতেক শিঞ্জিনী বাজে ঘিরি চারিধার
ক্লান্ত শরীর শ্রান্ত নেত্র ঘুমঘোরে ঢুলে ঢুলে পড়ে
তবুও দুই নেত্রে নিদ নাই আসে ক্ষণিকের তরে
পাছে কালিয়া যায় ফিরে ব্যর্থ মনোরথে!
দিবসে কালিয়া হয় ভীষণ নিষ্ঠুর
তামসীতে রাধাপ্রিয় সর্ব প্রকটিত
যদি কাছে এসেও রসরাজ যান ফিরে না পেয়ে দেখা
তা হলে এ জীবন হবে ছারখার
এক দাবানলে দেহ গেছে পুড়ে
তাতে অসহ্য যন্ত্রণায় বাঁচি কোন মতে

পরের পাতায়

এর পরে একক দেহ পরে জ্বলে ওঠে
সহস্র দাবানল কেমনে সইব সখা এ হেন মরণ।
সরায়ে দিয়েছে অজান্তে কখন
আপন উরস অঞ্চল আপনার হাতে
আগল আছে খোলা কিনা—
কেবা খোঁজ রাখে সদর দুয়ারে
কেবা জানে লোকনেত্র আড়ালে—
কোন ক্রুরনেত্র জেগে নেই খোলা বাতায়নে।
কুচকুম্ভের চুচুক পানে ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টি তার নিবদ্ধ হয়
নিজ অঙ্গে এ হেন কৃষ্ণ রূপ তা এত প্রকটিত
গোপনে বিরাজে নিজ অঙ্গে শোভে।
কানুপ্রেম ঘন অশ্রু মুক্তাসম ঝরে ঝরে পড়ে
স্তনবৃন্ত পরে
ক্রমে ক্রমে ভিজে যায় বক্ষ স্থল ভিজে ভূমিতল
জগৎ যায় রসাতলে রাধিকার অস্ফুট ওষ্ঠে
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ নাম উঠে ফুটে।
ভুমি পরে গড়াগড়ি যায়
কৃষ্ণ পদরজ গায়ে মেখে প্রীতি ভিক্ষা করে।
যামিনীতে চন্দ্রাবলী ঘিরি চারধার করছে বিরাজ
কাশোশশীর প্রেম আঁখি ঘিরি চারপাশ
বিষণ্ণ প্রকৃতি প্রেম ভ্রষ্টা সে নারী
শীতের কামড়ে পর্ণমোচী বৃক্ষসম হলো তার স্থিতি
কোন শাখে নেই কোন কচি কিশলয়
মৃত কোন বৃক্ষ /বুঝি ধ্বংস নিশ্চয়
প্রোথিত পরম পুরুষ বোঝেন বিরহের এই তাল আর লয়
এ হেন ভব ভাবে খোলা বাতায়ন মাঝে
বৃন্দাবনেশ্বর প্রিয়া একাকী আনমনে
ভাবে কানু প্রীতিকথা—
যমুনার কালো জলে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিক্ষণে

পরের পাতায়

না থাকিতে পবন প্রবাহ ঢেউ ওঠে ঢেউ ভাঙ্গে
চাঁদের নরম হাসি কল্লোলিয়া হাসে
এ হেন সময়ে দুয়ার কিনারা গেষে কালনাগ খেলে
রজনীসখার হিমকিরণে তা চক্‌চক্‌ করে
রাধাবিনোদনী রাই কিশোরীর কি যে ভ্রম হলো
বোঝা নাই যায় পরমা প্রকৃতি মাঝে প্রকৃতির খেলা
ব্যাখ্যা করতে বসা মানে সদা ভুলে ভরা
দেহের ওপরে বাসা বাঁধে দেহাতীত কথা
না বুঝে কালনাগে কানুসম জ্ঞানেতে তা অঙ্গে জড়ায়
বিষধর কালফনি না বুঝে প্রেমদংশে শত শতবার
সমগ্র শরীর তার হয়েছে বিষের আধার
বিষের তীব্র জ্বালায় তনু মন জ্বলে যায়
কানুসম দেহাবাস অঙ্গমাঝে প্রকটিত হয়
আনন্দাশ্রু তাই ঝরে পড়ে কালোসাপের গায়।
যত দংশে কালনাগ তবুও ছেড়ে নাই দিতে চায় মন
কানু জ্ঞানে এত সুখ বিরাজে অন্তরে
যদি ভ্রম প্রতিভাত হয়/বিষেরও বিষের জ্বালা হৃদয় পড়াবে।
তার চেয়ে অনেক শ্রেয় হোক সে কালিয়া নাগ
কৃষ্ণ অঙ্গ জড়ায়ে চারিধারে যেন করছে চুম্বন
কৃষ্ণ আলিঙ্গন মাঝে ত্যজিব নশ্বর এ জীবন।

(রচনাকাল : সকাল-২০-০৪-২০১৪)

প্রেমাতীত চর

খনিজ অন্ধকারে দেখেছি সু
তোমার আকরিক মুখ।
নিথর তোমার চোখের তারায়
শত শতাব্দীর না বলতে পারা
—কথা প্রাগৈতিহাসিক জীবাশ্মের
সমস্ত ক্রোমজমের জটিল শিকড়
ভেদ করে বেরুতে চায়
সামান্য ভালোবাসার পারলৌকিক লোভে।
খনিজের পরম উষ্ণতায় ছুঁতে চেয়েছি সু
নিথর চোখের মনির গভীরের সঞ্চিত
অখণ্ড অভিধান।
তোমার হৃদয়ে কপাটিকা ভেদ করে
সযত্নে রক্ষিত রত্ন সম্ভারকে
ছুঁতে চেয়েছি বারংবার।
যে রত্ন সম্ভারটিকে আলাদিনও স্পর্ষ করতে পারেনি
তার আশ্চর্য প্রদিপ দিয়ে
কত রাজা মহারাজ চি-চিং ফাঁক বলে গেল
তবুও সু বদ্ধ কপাটিকা
অচল হয়ে রইল মহাকাল ব্যাপি।
তোমার ঘেমে ওঠা ফসিল শরীরে
কান রাখলে আজও শোনা যায়

পরের পাতায়

অলিন্দ ও নিলয়ের স্বচ্ছন্দ স্পন্দন
ধীর লয়ে বয়ে চলে —
লাভ ডুব, লাভ ডুব —
এই বিরামহীন তোমার অভিসারে —
ব্যথিত আকাশ হতে খসে খসে পড়ে উল্কা
ব্যথিত চিত্তে নিহারিকা আজও হয়ে আছে স্থির।
বোবা এই ব্রহ্মাণ্ড কে ভাষা দাও সু
তোমার ক্ষণিক অঙ্গ স্পর্শে।
সিন্ধু সভ্যতা আবার কথা বলুক
তোমার মহাপ্রেম সিঞ্চনে।
অঙ্গের ওপর হাত রাখুক উপাঙ্গ
দেহ ঢেকে যাক দেহাতীত ভাবে।
প্রেমময় সমুদ্রে গড়ে উঠুক প্রেমাতীত চর।

(রচনাকাল : বিকাল-২০-০৮-২০১৪)

পরের পাতায়

প্রেমহীন পৃথিবী

এই প্রেমহীন পৃথিবীতে কঙ্কালও বাঁচে না
এক মুহূর্তকাল।
এই রক্ত মাংসের শরীরে
যেখানে জোওয়ার আসে
আবার ভাটাও আসে
যেখানে দেহের প্রতি কোষে কোষে
প্রতিনিয়ত মহাকর্ষ অভিকর্ষ খেলে
দিনে চোখের তারায় ফোটন খেলে
রাত্রে আবার সেই দু'চোখ আচ্ছন্ন হয়
গভীর তন্দ্রায়।
নিত্য বহা এই শরীর
প্রেমহীন এই মহাশূণ্যতা শ্মশানের
চেয়েও ভয়ঙ্কর।
সতীদাহের চেয়েও তীব্র হাহাকার ময়।
প্রেমহীন পৃথিবীতে মরুভূমি সম মরিচিকা খেলে
জলের বৃথা আশ্বাসে পথিক ছুটে চলে
এক প্রান্ত হতে অপর আর এক প্রান্তে
প্রাণের টানে বা প্রেমের টানে
কেবলমাত্র পরমাত্মায়ই বোঝে।
দেহে প্রেম আসে—
না ঘনীভূত প্রেম দেহ গড়ে ওঠে
এই হিসেবে অ নিত্য শরীরের কী বা যায় আসে।
শুধু এই টুকু বুঝি —
প্রেমহীন দেহে আত্মা বাঁচে না।
আর তাতেই আত্মার আত্মা পরমাত্মা হয় খাঁচা ছাড়া।

(রচনাকাল : বিকাল-২০-০৮-২০১৪)

চন্ডাশোক

পৃথিবী জারিত আজ কামনার রসে
ভেগোর তৃষ্ণা আজ রাবণের চিতা সমান জ্বলে।
প্রবল বরিষণে তা কোনমতে নাই নিভে
যেন তৈল সংযোগে তা —
মেদিনী ছাড়ায়ে তা স্বর্গপানে ছুটে।
কোথাও খামতি নেই লালসার রসে
কালের নিয়মে ধরণী করবে গ্রাস
কর্ণের রথচক্র কুরুক্ষেত্র মাঝে,
অর্জুনের মৃত্যুবাণে লুটাবে দেহ
কালের অমোঘ নিয়মে।
চিতাতে শেষ হয় ষড় রিপু পীড়নের
আপেক্ষিক গতি।
চিতা ভস্মে তখনো টিকে থাকে অক্ষয় ভাব
ফল্গু সম বালুকা রাশির অন্তরে
বয়ে চলে ভোগের চরম লিপ্সা
কলিঙ্গের রক্ত ধারায় আজও চন্ডাশোক
কথা কয়।
বুদ্ধের পদতলে তীরবিদ্ধ বক
রক্ত মাখানো বুকে চিত হয়ে শুয়ে
তাই তো দেখি একবিংশ শতকেও
বোধিবৃক্ষ রক্তাক্ত হয় সন্ত্রাসবাদী হানায়।
বুদ্ধে চোখে নীর নাই থামে
শ্রাবণের বরিষণ সম অঝোরে তা ঝরে।

পরের পাতায়

কাম ও কামনার গতিশীল ব্রহ্মাণ্ডের
প্রবল ঘূর্ণন মাঝে
লাট্টুর মতো ঘোরে
নিজস্ব উত্তাপে বিরামহীন পথে।
নিজের আগুনে নিজেরই দেহ চিতসম জ্বলে
অনন্তকাল ব্যাপি
কখনো না থামে।
আমি বোধ বাদ দিলে শত মুক্তি কড়া নাড়ে
আপন চৌকাঠে।
এত সব নাই বুঝে
শ্রুত ভ্রম বুকে নিয়ে গড়ে তুলি
ক্ষণস্থায়ী বক্ষ পিঞ্জর।
আবরণে - আভরণে সাজিয়ে তুলি প্রদীপ শিখা সম
দেহের দেউল।
প্রবল সুনামী মাঝে।
ক্ষয় আর অক্ষয়
দুই বোধে ঘটুক মিশ্রণ
খণ্ডিত জীবনে।
বেদ এসে কথা বলুক কর্ণকুহরে।

(রচনাকাল : সকাল-২১-০৮-২০১৪)

মহাশূণ্যের বেদনা

একদিন থেমে যাবে এই পৃথিবীর গতি।
সৃষ্টি হয়েছে যখন লয় সুনিশ্চিত।
আজকে যে হামা দেয় কাল সে পিতা
সময়ের গতিতে দেখি —
সেই নধর কান্তি দেহ চিতাগ্নি মাখা।
সময় গতিশীল, নেই তার স্থিরতা
তাই চরম শব্দে সামগ্রিক ব্যর্থতা।
চারিদিকে দেখি কেবল বিপর্যয়বাদ।
এরম মাঝে দেখি যখন —
সমগ্র বিশ্ব গিয়েছে ডুবে ক্ষণস্থায়ী সুখে।
দেহের সুখেতে দেহ —
দেহ জুড়ে আছে
নিত্য বস্তুগুলো সদা নৃত্য করে
নাচ ঘরে নূপুর বাজে গণিকার লয়ে
সাজ ঘরে দর্পণ ভূষিত অলংকারে।
দেহ হতে অতি স্বল্প স্থায়ী যৌবন
খসে খসে পড়ে।
চিতা ভস্ম গায়ে শিব সদা নৃত্য করে
তবুও মায়ার জালে বদ্ধ মহামায়া
আঁখি জলে ভাসে।
সোনার হরিণ দেখে সীতার সাধণা
দেহপত্রে আত্মার মত টলমল করে,

পরের পাতায়

সতী তার পতিকে পাঠায় ধরতে হরিণ
নির্ভেজাল লোভে
ছোট ঘর ভালোবেসে পাখি বাঁধে বাসা
তবুও আকাশকে ভালোবেসে ওড়া তার নেশা।
শাবককে ভালোবেসে বাঘিনী ত্যাজে তার আহার নিদ্রা
যেই না শাবকের বড় হয়ে ওঠা
অমনি ছেড়ে দিয়ে খুদ্র মায়া
সু-বিশাল বর্নানী পানে শুরু হয় ছোটা।
জলাধারে রক্ষিত জল বাষ্প হয়ে ওঠে
মহাকাশের দিকে তড়িৎ গতিতে ছুটে।
বিবর্তনের শেষ ধাপে এসেছে মানুষ
আপন মহিমায় তার আপন রাজ্য করেছে প্রতিষ্ঠা।
নিজগড়া বদ্ধ ঘরে
আবদ্ধ হয়েছে তার নিজস্ব অবয়ব,
খাঁচাতে বন্দি হয়ে পশুঅধঃ ছটপট করে।
শূন্য নিয়ে খেলার নেশায় এমনি গিয়েছে মেতে
সু বিশাল আকাশ , অন্তহীন বনানী, মাত্রাহীন ধরিত্রী
সুর নাই তোলে আপন অন্তরে।
তা দেখে মহাশূনের বেদনাশ্রু ঝরে না
শ্রাবণের ধারা সম ছেদ নাই পড়ে।

(রচনাকাল : সকাল-২২-০৮-২০১৪)

নারদের ঘর

এখন এক অতি অস্থির সময় এসেছে বুঝি
একে তো সতত প্রবাহমানা নদীর গতিসম
সময়ের গতি।
তাতে যুক্ত মানুষের অতৃপ্ত কামনারাশি
সময়ের মহাসমুদ্রে তটে শত ঊর্মি খেলে
সমস্ত চরাচর মনে হয় এই বুঝি যায় রসাতলে
গতিশীল সময়ের সুনামী আক্রোশে।
সুখের দাবানলে
শান্তির স্থিতধী সবুজ বনানী
ভষ্মীভূত হয় —
আগুনের লেলিহান শিখা ঘিরি চারধার অট্টহাস্যময়।
মহাসমুদ্রের মধ্যে প্রাজ্ঞ ও শান্ত
জলধী তলেও বাড়বানল জ্বলে উঠে
রম্ভা বা মেনকার নৃত্যে
মুনির তপস্যা যায় ভেঙ্গে।
নারদও লাস্যময়ী রমণীর জলকেলি দেখি
প্রভুর তৃষ্ণার কথা ক্ষণিকে যায় ভুলি
যে মুখে অনন্ত ধারায় সদাই বইত নারায়ণ নাম
তারও অখণ্ড গতি হঠাতই যায় থামি।
নদি তটে স্থিতু হয় আপেক্ষিক স্থিতি
গড়ে ওঠে সুখের আপাতঃ ক্ষণস্থায়ী বন্দন
কাম ও কামনার জারক রসে সিক্ত হয়ে
নদী তটে গড়ে ওঠে ছোট্ট এক ঘর —

পরের পাতায়

ক্রমে রতিরসে উঠে মাতি —
জেগে ওঠে নদী বুকে পাহাড় প্রমাণ বাৎসল্য রস।
জাগ্রত সু সেই তুমি এসে ভেঙ্গে দিলে নারদীয়া ঘর।
খুলে দিয়ে সব সাজ তুমিই দেখাইলে পর পার
ওপারে বসে আছে অসীম প্রতিক্ষায়
অখণ্ডকাল ব্যাপি
তৃষ্ণার্ত ত্রাতা।
প্রভু নারায়ণ মুখে সদাই খেলিছে
তুমিও তথায় গেলে এতক্ষণ নাই এলে
জলের অভাবে মর্ত্যে এসেছি যখন
জীবন যাবে চলে।
নারদের ক্ষণিক ভ্রম ক্ষণে গেল ভেঙ্গে
কামনার শক্তি কত নিমেষে গেল বুঝে
প্রভু প্রীতি নিয়ে অহংকার আর নাই সাজে।
নারদ মুখে উচ্চারিত হায় নারায়ণ
ক্ষম মোরে পদে পড়ি
এই নাও তৃষ্ণার জল
এই জল সেবন করে
মায়ার জাল কৃপা করো সম্বোরণ
তোমার পদে যেন থাকে মতি
সর্বক্ষণ সারাক্ষণ নাই থামে গতি।

(রচনাকাল : সকাল-২৩-০৮-২০১৪)

অমানিশি ঘনঘোর

অমানিশি ঘনঘোর ফিরে গেছে চঁদা
যাতে কৃষ্ণ প্রেম না ভাঙ্গে
ধ্যানে থাকে রাধা।
কলঙ্কে কলঙ্ক মিশে ব্রহ্মাণ্ড হাসে
শ্রীমতী রাধার চোখের নীর খসে খসে পড়ে
দূরে কিংবা কাছে ঘিরি দশ দিকে
নিঠুর কানাই যেন অভিসারে ডাকে
যেন না বাড়ায়ে হাত খুলে দিয়ে সব সাজ
ফেলে দিয়ে সব লাজ কলঙ্কের পরেছে সাজ।
ঘর পর সব ভুলে কেবল বলছে মুখে
দেহতে দেহ রাখ সখা মিলে মিশে একাকার
জলে পড়িলে শরকরার সাকার দেহ
নিমেশে হারায় তার আপন কলেবর।
অরূপের মাঝে রূপ যে হারায়
পাপ এই চক্ষে দেখা নাই যায়।
যত যাই কাছে সুনামী আহ্লাদে
ছায়া অর কায়া কোনমতে নাই মিশে
দিকচক্রবালে ক্ষীণলয়ে নিঠুর কানাই মোর হাসে
কৃষ্ণরমন মনে ভ্রম এসে বাসা বাঁধে —
ভ্রম তো ক্ষণস্থায়ী এই লয় এই স্থিতি
প্রাজ্ঞ রাধা মনে ভ্রমের তো নেই কোন গতি
ভ্রমের বিস্তৃতি হলে কৃষ্ণ বাঁশি কানে আসে
তাই তো দিবানিশি রাধারাণী হয়েছে উতলা
শুনে মুরারীর বিরামহীন বাঁশি।
রাধা মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তবু নাই থামে
হয়ত মায়ার রাজ্য হয়েছে বিস্তার
ঘিরি তার চারিধার।

পরের পাতায়

যে নারী ছাড়ি ঘর অভিসারে গেছে শতবার
তমালের তল, কদম্বের শাখা, যমুনার কালোজল
প্রাণ সখার বাঁশিতে রাধা রাধা স্বর —
বড়াইকে সাথে করে নৌকা বিহার
সবই কিছু ঘটেছে সময়ের সাথ।
একে যদি মায়া বলি সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশ
সবই হবে যে অচল।
মায়া হরণকারী কৃষ্ণ নাম সদা যার মুখে
মায়ার প্রভাবে হৃদপদ্মের শতশত শতদল
কেন তা অকালে শুকাবে।
প্রাণসখা দেখতে কানু প্রীতি
সদা কানামাছি খেলে
দেখতে হৃদয়ের অনুভবের অনুভূতি
কেমনে উছলি উছলি ওঠে।
যমুনার দুই চর সদা ভাসে জলে
চোখের মনি হতে
অশ্রু বারি ঝরে
ঝরে পড়ে।
প্রভাতের প্রথম কিরণে,
দূর্বাদল শীষে তা মুকুতা সমজ্বলে
কালো নিশী, কানু মায়া, কৃষ্ণ প্রীতি, তমাল ছায়া
সবই যেন একই সাথে ধারা প্রেম মাখা।
কোনটা কানুর প্রীতি
কোনটা রাধার প্রেম
সবই তো একাকার।

(রচনাকাল : সকাল-০৩-০৯-২০১৪)

জীবনবোধ

অসংখ্য রূপের মাঝে হে কৃষ্ণ তুমি নিবাকার
আকার নিয়েছে মনের গভীরে
তাইতো সদাই দেখি —
জলে-স্থালে-অন্তরীক্ষে
তোমার সতত সহাস্য প্রকাশ।
যে রূপ কখনো মাপা নাই যায়
সেই তো অব্যয়ভার।
যে রূপ কখনো গোণা নাই যায়
সেই তো নিরাকার।
রূপে রূপে একাকার তাই তো নিরাকার
ব্রহ্মাণ্ড ঘিরে হয়েছে প্রকট
তারই অক্ষয় ভাব।
কত নিযুত পৃথিবী তুমি করেছ প্রতিষ্ঠা
হিসেব নেই তার।
কোনখানে বংশি বাজাও কোন খানে শঙ্খ
না হাজারে ঘুরে মজিছে বিশ্ব।
কখনো হাতেতে তোমার তানপুরার তার
কখনো সেতার —
সুরে - স্বর নিলে মিশে
তোমার মায়াবী প্রকাশ।
এত তানের মাঝে ওগো তুমি নির্বিকার।
এত গান বেজে যায় নাই তার স্থিতি
বিষম ঘূর্ণন মাঝে অসীম তার গতি
অথচ তোমার মাঝে বিরাজে
অনাদী অনন্তকাল ধরে চরমতম স্থিতি।
তাইতো এই মায়াবী বিশ্বে যা কিছুই দেখি
সবই তো আপেক্ষিক।

পরের পাতায়

জন্ম-মৃত্যুর যে ধাঁধা ময় বিশ্ব তুমি
করেছ রচনা, আপন বাসনা
যেখানে মরা মরা সুর কেবল আসে ভেসে
অদ্যাবধি বাল্মিকী দেহ হতে
কোন মতে রাম নাম
কানে নাই আসে।
অসংখ্য পৃথিবী ব্যাপী তোমার কী একই তব লীলা
সমগ্র স্থানেতে তোমার একই ছলাকলা।
সবাই কি ঘুরিছে কেবলই নিজ অক্ষে
আহ্নিক গতি সম।
দেহতে ঘটছে কেবল দিন আর রাত্রি
তোমার বিচিত্র সব ঋতুর নাই মিলে হদিস।
তোমাকে কেন্দ্র করে যদি শুরু হয় ঘোরা
তবেই তো ঋতুমতী হবে যে বসুধা।
তবেই তোমার সুরের শুরু আনাগোনা
রূপেরই মাঝে অরূপ আছে
শুরু হবে জানা।
যে দিন নির্ধারিত কক্ষপথে ক্রমিক
ঘূর্ণনে আর রুচি নাই রবে —
মুক্ত গতিবেগে পৃথিবী ছাড়ায়ে
অসীমে হারাবে
সসীম দেহ মাঝে অসীম মিশবে,
তোমার বাঁশির স্বর সদা শোনা যাবে।
ক্ষয়িষ্ণু শরীর মাঝে অক্ষয় জীবন বোধ
হেসে কথা কবে —
রামনামে পূর্ণ হবে এই যে দেহধী।

(রচনাকাল : সকাল-০৪-০৯-২০১৪)

চরম গতি

অস্থির এই ভুবন মাঝে দেহ নয় স্থির
জালকে জালকে কেবল অস্থির জলেধি
ক্ষণিকে ক্ষণিকে কেবল জোওয়ার ও ভাটার টানে
ছোট্ট এ তরীখানি এই বুঝি যায় ডুবি
চারিদিকে আছে ঘিরি মৃত্যুঘন সলিল সমাধি।
অসীম সাগর মাঝে ক্ষুদ্র এ তরী
তার চেয়েও ক্ষুদ্র তরী মাঝে এ দেহতরী
সামান্য পবনে তা ক্ষণে ক্ষণে যায় নড়ি
এখন যা বর্তমান কালই তা অতীত।
সবাই যেন মূর্ত হয় সলীল কাহিনী।
কোন এক ডেল্টা সময়ের আগে আর পরে —
অসীম অতীত আর সিমাহীন ভবিষ্যৎ
মহানন্দে নেচে যায় নাই থামে গতি।
তারই মাঝে ক্ষণস্থায়ী
ক্ষণভাসমান ছোট্ট এ তরী
প্রবল মায়া দিয়ে যতবার চাই ধরবারে
স্বর্ণ মৃগ সম ছুটে যায় চলে।
শ্যামল বনানী মাঝে মাঝে হয়ে যায় একাকার
পৃথক সত্ত্বা আর কোন চোখে নাই পড়ে।
সবই নিরাকার।

পরের পাতায়

শত শত ছায়া পথে কত শত নিহারিকা
উজলি চারিধার।
এই অন্তহীন রূপের মাঝে
বিন্দুসম দেহের মাত্রাহীন প্রকাশ।
অরূপের মাঝে এই রূপের অহংকার
ভালো নাই লাগে।
ছোট্ট এই তরীখানি যায় ভেসে, ভেসে যায়
অসীম সমুদ্র মাঝে, নাই দেখা চরাচর।
তবুও কোথা হতে অগণিত প্রেম আসে ধেয়ে
তরঙ্গ আকারে।
স্থুল এ ইন্দ্রিয় বোধ বুঝতে না পারে।
লোলচর্ম, স্থুল চক্ষু ব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞানে
খুদ্র তরী আর অতিক্ষুদ্র দেহ নিয়ে
রচে দেয় নিজস্ব সংসার।
তবুও নিরাকার তরঙ্গ সতত চারিদিকে ধায়
প্রেমের মাঝে মুক্তি যেন উঁকি দিয়ে যায়।
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সদা কথা কয়।
আপেক্ষিক স্থিতিগুলো ভুলে যাবে কথা
সেদিন —
চরমগতির সাথে হয়ে যাবে দেখা।

(রচনাকাল : রাত্রি-০৯-০৯-২০১৪)

অভেদ তত্ত্ব

অণুর জগৎ হতে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে
অখণ্ড তালে
চৌষট্টি কলায় সু
খেলিছ তুমি
আপনার লয়ে।
কোথাও বিরাম নেই
এই রৈখিক ও
অরৈখিক গতির।
কোথাও কণিকাতত্ত্বের মাঝে
তোমার প্রকাশ।
দৃশ্যমান হয় সু
তোমার বৈধ ও অবৈধ আকার।
আবার কখনো
তরঙ্গ আকারে
দৃষ্টির অগচরে
ঘটে যায়
তোমার সু
সিমাহীন বিস্তার।
ভেদ্য ও অভেদ্য তোমার
বহুধা রূপের
এই চঞ্চল প্রকাশ
ত্রিভুবন ব্যাপী।
আপন এই নৃত্যের তালে
সদা বাজে তার নুপুর

পরের পাতায়

দ্রুত বা বিলম্বিত
আপন খেয়ালে।
তোমার এই ত্রিভঙ্গ
কৌণিক নৃত্যে
দিন ও রাত্রি আসে।
দৃশ্য ও অদৃশ্য
তোমার রূপের আড়ালে।
তবুও তৃপ্ত নয় সু
তোমার অতৃপ্ত বাসনা
তোমার প্রকাশিত হওয়ার
সুতীব্র কামনা
সু নাই জানে থামা।
বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথ ধরে
তোমার গতি সু
সদাই থাকে সচল।
ঘটনা বা অঘটন
সবই যায় ঘটে।
আপন নৃত্যের
মৌন বা সরব
তোমার নৃত্যের
তালে তালে
ঘটে চলে চরাচরে
ঋতুর আবর্তন।
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরত, হেমন্ত, শীত ও বসন্তে
তোমার অরূপ দেহ ঘিরে সু
তোমার রূপের বহুধা বিকাশ।

পরের পাতায়

সমুদ্রের কল্ললে
তোমার কায়া ও ছায়া সু
সর্বদা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়
মায়ার আকারে
ব্যার্থ ও অব্যার্থ
জীবন মাঝে।
সদাই বহিছে পবন
আপন গতিতে
সতী বা অসতী
সকল পাতাগুলো
নেচে নেচে চলে যায় সু
আপনার লয়ে।
আধুনিক সমাজ
আদিম অরণ্যের গানে
মুখরিত হয় ।
অদি এই বাসনা
তোমার প্রকাশে ।
সূর্যের দেহ হতে
এই পৃথিবীর ভাঙন
করেছে রচনা।
তোমার অজৈব প্রকাশে সু
নাই হলো থামা।
জৈব প্রকাশের অদম্য ইচ্ছা
গড়ে নিল জলধী
আপন ভুবন মাঝে
শুরু হলো নতুন এই চলা।
এক কোশী অ্যামিবা হতে

পরের পাতায়

বহুকোণী মানবে
নানান রূপে সু
তুমি নিত্য প্রকাশে।
এখানেও জানি সু
তোমার নাই হবে থামা।
এরও পরে
কোন এক
নতুন জগত
করছে প্রতিক্ষা।
তোমার নতুন
নৃত্যের তালে সু
ঘটবে প্রকাশ।
তোমার প্রকাশে
সে সুর মর্মরীত
আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে।
সহ্য নাই হয়
অতিক্ষুদ্র এই
আধার মাঝে
অনন্ত আধেয়
স্থান নাই পায়।
জন্ম আর মৃত্যুর
অভেদ তত্ত্ব গায়
বাঁচা আর মরা
এক হয়ে যায়।

(রচনাকাল : সকাল-১০-০৯-২০১৪)

শত ব্রহ্মাণ্ড

সু তোমার ব্যাপ্ত রূপ মাধুর্যে
সমগ্র মহাকাশ ও হার মেনে যায়
তোমার দেহের প্রতিটি কোণে
গ্রহ আর নক্ষত্রের অজস্র সমাবেশ
কত নদ-নদী, সমুদ্র-মহাসমুদ্র
গড়ে উঠেছে কোণের গহ্বরে গহ্বরে।
তার হিসেব নেই চিত্রগুপ্তের দপ্তরে।
এখানেই জোওয়ার আর ভাটা আসে
দু চক্ষু জুড়ে ঘেমে আসে জল
হাসি আর কান্নায় নিরন্তর
সরব সরল তরল।
কত না যমুনা বয়ে গেছে
তোমার একক কোণের মাঝে
শত কৃষ্ণ বাঁশি বাজায়
কদম্বের শাখে শাখে
কত না চাঁদ ওঠে কত না যমুনায়
কত না গোপনারী আনতে যায় জল
কত না রাধারাণী ভুলেছে আপন ঘর
হয়েছে কুলটা,
কলঙ্কের দাবানল পুড়ায়েছে স্বর্ণ গা।

সর্ব অঙ্গে কৃষ্ণ রেখা

পরের পাতায়

শাখা - প্রশাখা সম

গায়ে তার হয়েছে বিস্তার।

মনে হয় আকাশ হতে সদ্য খসা

কলঙ্কিত চাঁদা।

একক কোশেতে দেখি কত শত মরুভূমি

কত না পথিক তার হারায়েছে প্রাণ

এক বিন্দু নির খোঁজে কেটেছে বিকাল

অজান্তে কখন ঘনায়েছে সন্ধ্যা।

তোমার কোশের স্থানে অস্থানে

ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে

কত শত হিমালয়।

তারই শিখরে নিত্য পূজিত হত

কত শত কেদার-বদ্রি হিসেব নেই তার।

কত না গঙ্গার তীরে

শত শত সিন্দু সভ্যতা

মাথাতুলে দাঁড়ায়েছিল সময়ের নিরিখে

এখন সবই অতীত তা —

এত খোঁজ কেবা রাখে

আছে সাধ্য কার।

স্বয়ং - শ্রষ্ঠারও বুঝি

এ সব কিছু মনে রাখা দুঃসাধ্য কাজ।

সু তোমার একক কোশের মাঝে

যদি শত শত ব্রহ্মাণ্ড খেলে

পরের পাতায়

তার নিজস্ব আপন আপন খেয়ালে।

তোমার শরীরের কোটি কোটি কোশে

কত না অগণিত সমাবেশ সঙ্কলিত আছে

প্রতিটি ডি.এন.এ-এর কোডে কোডে

সাধ্য আছে কার সু তোমাকে বোঝে।

শত জন্ম শত মৃত্যু কেটে যাবে

অলিতে গলিতে কখনো বা রাজপথে

তখনো যাবে না দেখা —

তোমার শরীর এবং তার রত্ন-সম্ভার

কত না ছায়া পথ করেছে রচনা

হিসেব নেই তার

তার নিজস্ব সম্ভার স্বকীয় অঙ্গিকে।

তোমার দেহ ঘনকের

শিরায় শিরায় জালকে জালকে।

তারই খণ্ডিত শিহরণ

মাঝে মাঝে ধেয়ে আসে

স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্তুর তৃষ্ণার্ত অগ্রে

বয়ে চলে অজান্তে

বুদ্ধি হতে বোধের সরোবরে

যেখানে শতশত দল আছে ফুটে

হৃদয় মাঝারে।

এসাধ্য কার ছুঁয়ে যাবে

তোমার সমগ্র রূপের সম্ভার

পরের পাতায়

সকার কৃষ্ণেরও সম্ভব নয়
ছুঁয়ে দেখা এ দেহ ভার
নিরাকার কার ব্রহ্ম খেলে যায়
তারই চারিধার বিজলি শিখাসম।
সঘন জলধরের কৃষ্ণঘন বুক চিরে
চকিত আলোকে ক্ষণিকে
সপ্রতিভ অণুখণ্ডসম অংস।
তাতেই হয়েছে উন্মাদ
গোপনারী, কৃষ্ণপ্রিয়া
চৈতন্য কিংবা মিরা।
সু তোমার সমগ্র অঙ্গ শোভা —
বোঝে কে বা সাধ্যকার।
তাই তো আজও শতত ধাবমান —
জীব কিংবা জড়, শক্তি কিংবা স্থিতি
ঋণাত্মক আধান ছোটে বিপরীত দিকে
বন্ধ চোখে স্বপ্ন আসে ভেসে
দেখি উদভ্রান্ত এ বসুমতী
নারী খোজে নর।
রাধিকা আহার ভুলে যোগিনীর বেশ পরে।
যমুনার দিকে ধায় জীবন নাশিতে
ব্রহ্মাণ্ড উন্মাদ হয়ে ছোটে
মহাব্রহ্মাণ্ডের দিকে।

(রচনাকাল : সকাল-২০-১০-২০১৪)

ধর্মতলা

ছায়া ও আমি এবং আমি ও ছায়া
চারজনে মিলে হেঁটে চলেছি
অ্যামিবা জীবন থেকে আজও
অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমায়
অন্ধকারাচ্ছন্ন নিথর আকাশ থেকে সচল আলোয়
নব নব নির্মিত শরীর থেকে ক্ষয়িষ্ণু দেহে
শহর হতে গ্রামে বা গ্রাম হতে শহরে —
সমতল হতে পাহাড়ে বা পাহাড় হতে সমতলে
লোকালয় হতে অরণ্যে বা .... ,
জন্মের সেই আতুড় ঘর থেকে
সমাধী ক্ষেত্রের দিকে বা
হঠাৎ কেউ যেন পঞ্চপান্ডবের কথা
মনে করিয়ে দিলে
পেছন থেকে বললে — তোমরা কারা?
চলেছ কোথাও ?
ভাবলাম জেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির নয় তো
যে সত্যটাকে ভুলতে বসেছি
যে ধর্মকে পরিত্যাগ করেছি কত যুগ আগে
সে তো তখন ছিল সত্য যুগ
তারপর কত যুগ যুগান্তর কেটে গেছে
কেউ তো এর আগে
এমনভাবে পিছু ডাকেনি।

পরের পাতায়

সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে

জম্মু - কাশ্মীরের লাদাক থেকে

বর্ধমানের খাগড়াগড়ে

ঘুরে বেড়িয়েছি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে।

ডাকলেই বা কী হলো — দূর ছাই

পোড়ামুখো তুই ছাইপাশ খা।

দু -এক পেগ দেশী মদ গিলে বুঁদ হয়ে যা —

সেই তো কবে — ? মনে পড়ে না ....

প্রাণ ভ্রমরাকে জোর করে কৌটোয় পুরে

রেখে এসেছি দৈত্যপুরে

তারপর থেকে আমরা চারজনে

দিব্যি বেঁচে আছি

সুর-সুরা-নারী সবকিছু আপন খেয়ালে

আমার চারপাশে শিব সেজে আছে।

চারিদিকে থরে থরে সাজানো

হিরে জহরত মনি-মুক্ত

দেশী বিদেশী খাবার আরও কত কী?

হঠাৎ লোড শেডিং টা কেটে গেল

স্ট্রিট লাইট শয়ে শয়ে

এক সাথে জ্বলে উঠল

বারান্দা থেকে ঘরের কোণ

আলোকে আলোকে আলোকিত

দেখলাম রাস্তাটা সোজা চলে গেছে

পরের পাতায়

সু তোমার দৃষ্টিতে অনুভূত ব্রহ্মাণ্ড

বাবুঘাটের তরল চর থেকে

সোজা ধর্মতলার শহিত মিনারে।

ঐ রাস্তায় চৈতন্য, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ,

গান্ধিজী কোন না কোন সময় হেটে গেছেন

দেখলাম পঞ্চ পান্ডবেরা যুদ্ধ শেষে

ঐ পথ ধরেই এসেছিল

ঐ পথে মানালী-গ্রাম ঘেষে মহানির্মানে গেছে

শহীদ মিনার ঠায় দাঁড়িয়ে

ষড় রিপুর আক্রমন সারা অঙ্গে মেখে

ষড় ঋতুর আবর্তন

খোলা আকাশের নীচে

চেষ্টা করে যে কোন মূল্যে আত্মস্থ করার।

সেও শুনতে পায় দূর কিংবা কাছে

যুধিষ্ঠিরের ডাক।

কখনো দেখতে পায় বেদী পরে শুয়ে

সেই কুকুর

যখনই স্পর্শ করতে চাওয়া

কোথায় মিলিয়ে যায়

আর না যায় দেখা।

(রচনাকাল : রাত্রি-২০-১০-২০১৪)

আত্মা-পরমাত্মার মিলন

সু তুমি সীমান্ত দিয়ে হেটে চলেছ
আপন নৃত্যের তালে তালে —
অক্ষয় অম্বরে।

তোমার সু-দৃশ্য দু পায়ের কিনারা
রাঙানো গাড় আলতার রঙে
যেন শত সূর্যের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের
সমস্ত রঙ তুমি একা চুরি করে নিয়েছ
সবার অজান্তে।

তোমার দু পায়ে নুপুর
বেজে যায় অহরহ
অচ্ছেদ্য ভঙ্গিমায়
যেন শত কৃষ্ণ নৃত্য করে ফিরে
এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের চারধার। ঘিরে।

সু তোমার দেহের কৌণিক সৌন্দর্যে
চিত্রিত হয়েছে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ।
তোমার কৌণিক ঘূর্ণনে দিন রাত্রি আসে
শত শত পৃথিবী পরে।

শত শত পৃথিবীর পরে
তুমি বিকশীত হত
আপনা লয়ে আপন গতিতে
পরম ও নির্বিকার।

এক অজানা মূর্চ্ছনা প্রতিভাত হয়
সময় জন্মের সাথে সাথে
মহাকর্ষের টানে
সেই সঙ্গিত উঠে বেজে
জীব হতে জড়ে, অণু হতে পরমাণু
ঈশ্বর কণা হতে ত্রি-আদি কণায়

পরের পাতায়

গ্রহ হতে গ্রহান্তরে।
ব্রহ্মাণ্ড হতে ব্রহ্মাণ্ডে।
তোমার সৌন্দর্য সু
শতত গতিশীল সময়ের সাথে।
নাই রূপের কিনারা
আপন রূপের জালকে
মায়ার রাজ্য
তুমি করেছ প্রতিষ্ঠা।
জড়-জীব, শুর বা অসুর
সবার চেতনসত্ত্বার ওপর
গাড় কিংবা হাল্কা প্রলেপ
করেছ নির্মান আপন খেয়ালে
সবাই হয়েছে মায়াবদ্ধ
তোমার রাজত্বে।
তাই তো দেখি মৃত্যু কিংবা ধ্বংস
সবাই গিয়েছে ভুলে
তোমার প্রভায়
বিচলিত এ সৃষ্টি চরাচর
তোমাকেই গিয়েছে ভুলে সু
যেখানে রূপের মায়াজাল ছিন্ন হবে
অবহেলে মুক্তি এসে দেখা দেবে
সেই পরমক্ষণে আত্মা
হেসে কথা কবে
পরমাত্মার সাথে।

তুমিই সু পরম ঈশ্বর কণা
বিজ্ঞানের সাধ্য নেই
কোন মতে জানা।

(রচনাকাল : সকাল-২৩-১০-২০১৪)

পৌনঃপুনিক মৃত্যু

বাঁয়ে বিস্তৃত অনদি বনানী
প্রস্ফুটিত যৌবনের মিমেন্টো।
ডায়ে অবিনাশী নীরনিধি দিগন্ত প্রসারী
প্রকটিত দেহ সৌষ্ঠবে
বাক্যহীন জ্যোর্তিমণ্ডল।

মধ্যিখানে অতিসংক্ষিপ্ত সুড়ঙ্গ পথ ধরে
কষ্টে অতি কষ্টে হামা দিতে দিতে
কোন মতে কোনক্রমে এগিয়ে চলেছি সু
জানি —
যেই না বন্ধ হবে চলা,
বাম দিক হতে
কণ্ঠ নালী স্থির করে
ঝাঁপিয়ে পড়বে —ক্ষুধার্ত হায়না
যেই না সামান্য তন্দ্রা
ঘনিয়ে আসা দু নেত্র ঘিরে
সমুদ্র ঊর্মি সুনামী আক্রণে
ভাসিয়ে দেবে এই ক্ষণস্থায়ী দেহ।

তোমার সাথে গতিশীল
জাতক জীবন জুড়ে
পূর্বরাগ কিংবা অনুরাগ,
মাথুর কিংবা অভিসার

পরের পাতায়

যদি একটি বারও সু
তোমার সাথে দেখা হওয়ার
সু-ঘ্রান আজও প্রাপ্ত নয়
তাই অদ্যাবধি থেমে নাই চলা।

সু সবুজ বনানী মাঝে
তুমি একাকার
সাকার কিংবা নিরাকার

শতবার ভেবেও শ্বাপদ সংঙ্কুল
পথে নাই হল যাওয়া।
তোমাকেই যে ভালোবাসি আর
তোমাকেই যে মাত্র চাই
এতে ও তাই দ্বন্দ্ব ভাব
করে যাওয়া আসা।

আবার দিগন্ত প্রসারী অতলান্তের
ছলাত ছলাত যৌবনের
গোপন হাতছানিতে
ঝাঁপ দেওয়া হয়নি সু
অমিয় পাথারে
কেবল মৃত্যু ভয় —
অস্থির দেহভাবে আমি যে শতধা।

জীবনের স্থিতিজাড্যে কুল ভাঙা ভার
ভয় হয় — যদি ক্রমে রটে যায়

পরের পাতায়

আমি যে কুলটা।
বাঁয়ে কিংবা ডাঁয়ে বারে বারে দেখা
কোণারকী ভাস্কর্য মন্দিরে গাঁথা।
রাস্তা শুরুর প্রাকপ্রারম্ভিক মুহূর্তে সু
তোমার ঘণীভূত পূর্বরাগের অনবদ্য অবিনশ্বর বংশিবাদন
অভিমন্যুর মতো আমার আয়ত্বে
জননী জঠরে চক্রবুহ ভেদের গোপন রহস্য।
শেখা হয়নি সু
মায়াময় পৃথিবীর মোহমুক্তির পথ।
এখানে মৃত্যু আসে — পৌনঃপুনিক মৃত্যু
রাস্তার ওপারে তোমার প্রেম - প্রীতি সম্ভার
সু সাজানো থরে থরে
যেন নৈবিদ্যের ভাণ্ডার
আমি এত হতভাগা
আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ও সু—
বঞ্চিত ঘ্রাণে।
সপ্তরথী ঘিরে ধরে
প্রাণ নাশে ঝরে বারে
কুরুক্ষেত্র মাঝে—
তোমার কেশদামে কত না ভঙ্গিল পর্বত শোভা
কপালে শত সূর্য আভা
দুই নয়নের তারায়
জেগে আছে কোটি নিহারিকা

পরের পাতায়

সারা অঙ্গে বয়ে গেছে
জালকসম আকাশ গঙ্গা।

তোমার উর্ধ্ব ওষ্ঠে মহাকাল,
অধঃ ওষ্ঠে মহাকালী
মধ্যিখানে খেলে যায় কালচক্র —

তোমার হাসিতে ঘটে যায়
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়

তোমার সর্বাঙ্গে তাই রামধণু প্রভা
নানান বর্ণে তুমি সেজেছ সু,
সে কী অপরূপ সঙ্কলিত বর্ণমালা।

তোমার অঙ্গে ছত্রে ছত্রে
শত শত মোনালিসা
কান্না হাসি মাখা।

তোমার পরমদেহে এ দেহ রাখতে
মানেতে লাগে শরম
পড়শীর মুখে মুখে

রটে যায় এ যে কুলটা
দেহ অঙ্গে শোভা পায় কলঙ্কিনী রাধা।

ভাব আর মহাভাব কখন হবে যে মিলন
সেই লোভে এত যুগ জাগা।

(রচনাকাল : সকাল-২৫-১০-২০১৪)

কেলভিন মাপন

আমি তো সু

আশায় আশায় গুনেছি পূর্ণিমা

মাস গেছে এসেছে নতুন মাস

কেটেছে সময় হয়েছে বর্ষযাপন।

মৃত্যুর পর এসেছে নতুন

কোন জন্ম আবার মরণ

এভাবে ঘটে গেছে সময়

কত না জীবন সমাপন

গোলকের ন্যায় ক্রমিক বক্রগতিতে

আবর্তিত সময়,

অনদি বিস্ময়ে করে নিরীক্ষণ।

অট্টহাস্যে হেসে গেছে

মহাকাল সারাটিক্ষণ।

এরেই মাঝে অন্তহীন অপেক্ষায়

আছি বসে সু

কোন এক অজানা প্রাক্ত মুহূর্তে

ধীইন্দ্রয়ে ঘটে যাবে আত্মান্মেণ —

দিব্যদৃষ্টির হয়ে যাবে প্রসারণ

দেখা যাবে পূর্ণিমার ভরাচাঁদ।

খুলে সব আবরণ।

যমুনার কালো জলে

গেপুকুল সকলের

পরের পাতায়

নীর ঝরে অঝরে
যেন শ্রাবণের নির্ঝরে।
প্রসারিত প্রার্থনার
ঘটে চলে অভিব্যঞ্জন।
কত কৃষ্ণে
নেচে নেচে যায় যমুনা দর্পণে।
নাই যায় গোনা।
সময় করেনা তারে ক্ষমা।
এরই মাঝে কোন এক অখণ্ড বোধর বোটন
ঘণীভূত হতে থাকে কেলভিন মাপনে।
পরমাত্মার বিকারে যেন ক্রমিক ঘটতে থাকে
আত্মার ক্রম সঞ্চয়ন।
এই পরম তত্ত্বেও সু তোমার না ভিজে অঙ্গ
জলজ হয়েও তুমি জলে নাই ভিজ
রেখার ওপর আমার শয়ন
নিরক্ষরেখায় তোমার চলন।
খ-লোকে তোমার উড্ডয়ন
কোথাও চিহ্ন নেই সামান্য পবন।
এরই মাঝে তোমার স্বতঃস্ফূর্ত চলন।
কার্য ও কারণে দেখি বদ্ধ ভুবন—
এরই মাঝে রচে যাও অনন্য কারণ
আছ তুমি ভর আছে নেই তার নির্দ্দিষ্ট আকার বা আয়তন
তারও গভীরে সু ব্যাপ্ত তুমি
নেই কোন প্রহশন।

পরের পাতায়

রূপের গভীরে গিয়ে দিয়েছ ভেঙে
এ রূপের ঠিকানা
বিবিধ শক্তির বিচিত্র প্রকাশনা।
পদার্থের মাঝে দেখি আত্মার প্রকাশ
শক্তির সরণে দেখি
পরম পদার্থ তুমি নিলাঞ্জনা।
তারও গভীরে সু তুমি আছ বসে
যেন গবেষণা।
সবাই যখন দোলে দোলাচলে
ঠিক কিংবা ঠিক না।
তখন আমি বুঝি আর সব আপেক্ষিক ভুল
একমাত্র আমার সু তুমিই প্রেরণা।
তাইতো দেখি শূন্যের মাঝে বসে
মহাশূন্য হাসে।
তারই মাঝখানে আছ বসে সু
পরম নিশ্চিন্তে শূন্য স্থিতি
আবারও প্রকট হওয়ার সুতীব্র কামনা
সহস্র যমুনার উর্মি তলে
সহস্রাধিক দর্পনে নিজেকে ব্যক্ত
করার প্রবল বাসনা।
সেই রূপ বিভোরে দিখব বলে
ক্রমে কেন্দ্রে এগিয়ে চলে
সহে সব যন্ত্রণা।

(রচনাকাল : রাত্রি-২৯-১০-২০১৪)

পরমপরমাত্মা

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নয় সু

তোমার আকার

আবার ষড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্ত নয় সু

তুমি সাকার না নিরাকার।

তুমি কণিকার চেয়েও খুদ্র না অতিখুদ্র

আবার ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে বড় না অনেক বড়।

এ দুয়ের দ্বন্দ্বে আমার স্বপ্ন রাজ্যে

ঘটেছে বিকার।

আমার সমস্ত ভালোবাসা সু

তোমাকেই ঘিরে।

আমার মনের চেতন স্তরে

গ্রাহ্য মাত্রায় রূপ-কল্পনা

অবচেতন মনের গভীরে জমে আছে সু —

তোমাতে অভিসারে গিয়ে

কেটে গেছে কত না জীবন যন্ত্রণা।

কত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়িয়েছি

তোমাকে অনুভবে চৌষট্টি ভঙ্গিমায়।

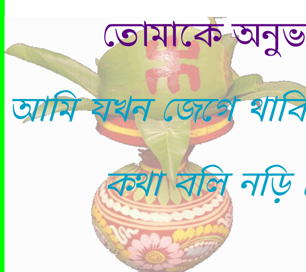

আমি যখন জেগে থাকি

কথা বলি নড়ি চড়ি

পরের পাতায়

সর্ব শরীরে, কোশে বা কেশের গভীরে

জেগে থাকে আমার আধানময় শরীর

কোন সে আধান পুরুষ না নারী

আমি বা কে মানব না মানবী

বুঝতে না পারি।

কসমিক শওয়ারে যখন

তোমার অঙ্গ ভিজে

ইচ্ছে করে ডানা মেলে আছড়ে পড়ি

গ্রাভিট্রন কণা রূপে

প্রবল গতিতে তোমার শরীরে।

ঘটে যাক হৃদয়ের মহাবিস্ফোরণ —

অলিন্দ বা নিলয়ের কোণে কোণে

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা

কত না হাজার কৃষ্ণ গহ্বরে

জমে থাকা শত মহাকালের

ঘুঁচে যাক রিপুর তাড়না

শান্তি আসুক নেমে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে।

তুমি উর্বরা হও সু

সৃষ্টি আসুক নেমে বিশ্ব চরাচরে।

জানি কত শতবার শয়েছ জঠর যন্ত্রণা

ব্যাপ্ত হয়েছ বারংবার রূপে ও অরূপে

পরের পাতায়

নিখিলের মাঝে সমস্ত সৃষ্টিতে

তোমার রূপের বিকাশ ঘটে অসীম

বিন্যাসে-সমবায়ে।

তোমার কোনা খণ্ড

শরীরের কোন ব্রহ্মাণ্ডে

ভাবতে ভাবতে সু

শত সত্য মৃত্যু আসে।

সাধ্য নেই আমার কোন মতে

বেরিয়ে আসা তোমার

প্রবলতম বলক্ষেত্র হতে।

তুমি ডায়েও নেই বাঁয়েও নেই

স্থির আছ মাঝে

তাইতো তোমায় ছুঁতে এত কষ্ট লাগে।

তুমি সু উত্তরে ও নেই আবার

দক্ষিণে ও নেই। খুব কাছে।

এতটাই কাছে যেটা গেছে বোধের বাহিরে।

তাই তো তুমিই পরমপরমাত্মারূপে

সততঃ বিরাজে।

বেদ, বাইবেল, উপনীষদে আত্মা ও পরমাত্মা

শতরূপে খেলে।

তার মাঝে সু

পরের পাতায়

মহাদেব সম ধ্যান মগ্ন আছ
পরমপরমাত্মা রূপে।

একক ব্রহ্মাণ্ড নয়
শত শত ব্রহ্মাণ্ডের
ঘণীভূত রূপ কেবল তোমার মাঝারে।

ধণাত্মক ঋণাত্মক এ দুই বোধ
সহজেই অনুমেয় মানব শরীরে
ধ্যানমগ্ন হলে আত্মা তা বোঝে।

ধণাত্মক ঋণাত্মক এ দুই বিপরীত
গতির মাঝে শূন্য আছে বসে
নির্বিকার ভাবে।

শত জন্মের সাধনার পূণ্য ফলে দুই একটা
ঈশ্বর কণা ছুটে আসে চিত্তলোকে
তখনি কিছুটা পরমাত্মার আভা
এসে পড়ে আত্মার গায়ে।

কত না শূন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে
আছে দিব্যলোকে

তারই উৎস সন্ধানে গেলে দেখি সু
তুমিই আছ বসে পরমপরমাত্মা সেজে।

(রচনাকাল : সকাল-০১-১১-২০১৪)

“সুকৃষ্ণ”

পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ব্যাপ্ত চারিধার,
শস্যল ধানের শীষে আল চেনা ভার।
সমুদ্রের নীল জল দীগন্তে হারায়,
সাদা বক দিক ভ্রান্ত নীড় নাই পায়।
নীলের মহিমা মাঝে হারায়ে ঠিকানা,
মৃত্যুকে সাথে নিয়ে উল্লাসে আটখানা।
আকাশের নীল রঙে এত গভীরতা,
পথ ভ্রান্ত ছায়াপথ হয়েছে উতলা।
পেতে স্পর্ষ অনুভূত নিহারিকা ব্যাকুলা
ধুমকেতু সম চোখের আঙ্গিনা দিয়ে —
ঝরে অশ্রু রাশি
যেন অনন্ত বারিধি।
হঠাৎ ভেঙ্গেছে সীমা ভাসায়েছে সমস্ত বসতী।
অন্তে অনন্ত মিশে সুর ওঠে বাজি
বাঁশির বাদন, নুপুরের ঝন্‌ঝন্‌ সব যায় মিশি।
রাধার অভিসার আর মুরারীর প্রতিক্ষা
মিলে মিশে একাকার —
কেবল মাত্র একক ব্রহ্মাণ্ড নয় -
ঐ দেখা যায় শত ভ্রমাণ্ডের পরপার।
কদম্বের ডালে এসেছে মুকুল, ফুটেছে স্বর্ণচাঁপা
বেল, যুই, মালতি চয়ন করেছে সব গোপনারী
কৃষ্ণ অঙ্গ হবে ভরে —
অঙ্গ অঙ্গ পাবে শোভা
বিকরিত খুশিতে —

পরের পাতায়

কৃষ্ণ ওষ্ঠে শঙ্খ উঠবে বেজে
অণু সম বিন্দুগুলো ফুলে ফেঁপে ওঠে
তোমার পদধ্বনি শোনা যায়
অজানা কোন এক ব্রহ্মাণ্ড হতে।
একক কৃষ্ণে তোমার সু
মন নাই ভরে
এভাবে তুমি শত কৃষ্ণে আজ মজে —
শত শত অক্ষয় ব্রহ্মাণ্ড পরে।

তোমার দেহ হতে বিকিরীত
মহাজাগতিক রশ্মি
ছড়িয়ে পড়বে দশদিক
অনন্ত অন্তরীপ মাঝে
প্রতিভাত হবে কৃষ্ণ অঙ্গ - রাধারাণি।

ক্ষণিকে ক্ষণিকে নুপুর
উঠবে বেজে পবন হিল্লোলে।
তুলসী চন্দন চর্চিত
সুবাসে উদাসী চারিধার

এরই মাঝে ভক্তকুল হয়েছে ব্যকুল
হাকৃষ্ণ হাকৃষ্ণ বলে কাঁদছে সকলে
এই ছিলে সাকার রূপে
হলে নিরাকার
খুদ্র বিকার মাঝে
নাই ধরে ভার
মায়াযুক্ত সংসারে দেখি
সবস্থানে কেবল নিশীথ অন্ধকার।

পরের পাতায়

বিন্দু আর সিন্ধুতে সু
তোমার নিত্য যাতায়াত
মাঝখানে খুঁজে ফিরি
তোমার করুণা মাগি
আমরা অন্ধ নাই ধর হাত।

রূপেতে না গিয়ে
যদি কেবল প্রকাশে তোমায় খুঁজি
আগুনে না পুড়ে
যদি কিরণে তোমায় দেখি

স্বরলিপি না শিখে
যদি বাঁশির সুরেতে যাই মজি
কিছুটা তোমার প্রিতী নিশ্চয়
নিশ্চয় জুড়ায়ে দেবে
হৃদয় আগুতি।

মনোসরোবরে উটবে ঢেউ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
পরমকৃষ্ণের গভীরে সুকৃষ্ণের গীতি
যদি নাই হলো শোনা তাতে ক্ষতি কী।

লোভের তাড়নায়
দূর্যধন সম রাজ্যপাট যাবে রসাতলে।
না হলো চেনা পান্ডব সংসার
ক্ষতি নেই তাতে,

তবুও প্রতিবেশির সুগন্ধ আসে
ভেসে ভেসে নিত্য দিক হতে।

(রচনাকাল : সকাল-০৩-১১-২০১৪)

চলন ও বিচলন

শায়িত তরুবর গহিল গান
নন্দের নন্দন বংশি বাজান
নারী কানে সদা বাজে যমুনার তান
কাছে গেলে দৃষ্ট শূন্য এ বিথান।
এত সুর কাছে এলো পাগল প্রাণ
কলঙ্ক গায়েতে মেখে কুলনারী যান
চাঁদের গায়েতে লাগে কলঙ্কের টান।
শরবিদ্ধ কৃষ্ণ যেন ভূমিতে লুটায়
এক বক শরবিদ্ধ লুটায় বুদ্ধ পদতলে
বাঁশরিয়ার ওষ্ঠে সুর আর নাই বাজে
চক্ষু হতে অশ্রু ঝরে যমুনা রচে
তারই টানে গোপনারী যমুনার সমীপে ছুটে ছুটে যান।
সুখ নাই মিলে কেবলি আকুলিত প্রাণ
হাজার তীর এসে এ বুক মাঝে সেলসম বাজে
কানুর পিরীতি লাগি প্রাণ - মান যায় রসাতলে।
একক ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
ফোটনের মত ব্যাপ্ত সবদিক
করুণার ঘন রসে,
বেহাগের সুর বাজে আপনার লয়ে।
শত শত ব্রহ্মাণ্ড পরে সু —
তোমার বংশি বাজে।
নিহারিকা ছায়াপথ কত শত সৌর ভূগোল
কেউ নেই থেমে বিশ্বচরাচরে।
একাধিক ঘূর্ণনে সবাই যেতে যায় চলে
তোমার পদতলে।
ভুবন ভুবন মাঝে
তোমার যে বাঁশি বাজে

পরের পাতায়

নিঠুর যমুনা তীরে
জল থাক নাই থাক
উঠে যে ঊর্মির হিল্লোল
কদম্বের ডাল নেই,
অথচ কদম্বে ডালে
কৃষ্ণ বাজায় বাঁশি
মহাকাল কোলে বসি।
যেন মনে হয় যশোদার কোলে বসেছে গোপাল
অথবা যশোদার কাঁধে খেলিছে গোপাল
কেশরাশি কচি হাতে
তারই স্বর ভুমন্ডলে তুলেছে হিল্লোল।
সবদিক মাতোয়ারা উঠছে কল্লোল।
অজান্তে কখন
নিরাকার কৃষ্ণের
ঘটে যায় ব্যাপন
ক্ষুদ্র হৃদয় মাঝে
ঘটে যত অঘটন।
অতি সূক্ষ্ম কণা হতে
সুবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে
ব্যাপৃত একই চলন
শত ব্রহ্মাণ্ড যদি খেলে
অতি ক্ষুদ্র হৃদয় ঘিরে
সইতে সুকৃষ্ণের এরূপ প্রদর্শন।
নিরাকার ব্যথায় ব্যথায়
জর্জরিত এ দেহ মন
হে সুকৃষ্ণ মানবের দ্বারবহন করা ভার
এ হেন অদৃশ্য গমন চলন ও বিচলন।
দেহ ভার শূন্য হয়

পরের পাতায়

প্রাণ যদি বাহির হয়
কেমন সইবে বল — তোমারই ভক্তের
অকাল শয়ন।
যমুনার তিরে আর কেউ নাই যাবে
তাল তমালের তলে কেউনা জিরোবে
কদম্বের শাখে আর বাঁশি না বাজবে
কোন নারী নাই যাবে পতি অভিসারে।
রাত্রিতেও গোষ্ঠে রবে ধেনু
গোপাল বাজাবে না তার বেনু
নয়নের নিধি আসে নিতো ফিরে
নিদ নাই আসে কখনো
তন্দ্রভাব চোখ ঘিরে ধরে।
এ দুয়ের মাঝে গোপাল নাচিছে
আপনার তালে।
মনের দূরে বা কাছে গোপাল খেলিছে।
নিজস্ব আঙ্গিকে গড়ে তোলে আপন সঞ্চয়ন।
এরই মাঝে চরাচরে তার অদৃশ্য সঞ্চরণ।
এভাবেই গড়ে ওঠে সমগ্র সংঙ্কলন
গীতাতে মাত্র খণ্ডিত বর্ণন।
সুকৃষ্ণ ধরি তোমার পা
অধয়েতে দেখাও আধার।
দ্রাব্য দ্রাবক মিলে
কেমনে দ্রবণ গড়ে।

কী তার আকার!
নিরাকার বস্তু কেমনে তোমার মায়ায়
বারংবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে হচ্ছে সাকার
চরাচর মাঝে।

পরের পাতায়

এ হেন মায়ায় জালে বদ্ধ ভরাচরে
খণ্ডিত মুক্তি দেখাও ধরি বারে বারে।
অমৃত ভাবের সন্ধান দাও —
পরম আনন্দের স্বরূপ দেখাও
মাত্র খণ্ডিত ভগ্নাংশে।

দেহ শূন্য মন নিয়ে
কামনা বিহীন কাম দিয়ে
মাত্র একটি পরমাণু অধঃ দৃষ্টি নিয়ে
দেখিগো তোমায়।

নাই হোক ভরাচাঁদ
আমি খুশি বাঁকাচাঁদ
নাই হোক পূর্ণ পূর্ণ্য স্নান

আমি চাই দেখতে দু নয়ন জুড়ে
কেমনে গোপনারী
যমুনার কালোজলে
নিশ্চিন্তে স্নান করে।

নাই অর্ন্তবাস — কোথাও শরম নাই
পূর্ণ পূর্ণ্য —অভিসার
যে চোখে পূর্ণ বিকার
কেবল সাকার দেখা
সে চোখে দেখা পাপ এই অভিসার

ভাবের মাঝে দিব্যভাব
দাওগো জানিয়ে
দেখি আশিকরূপ
কত নারী স্নান করে

তোমার পূর্ণ পূর্ণ্য দেহতলে।
আমার তো বুঝে ওঠা সাধ্য নেই
ইলেকট্রন ক্লাউডের

পরের পাতায়

এ বিরাট আধার যন্ত্রণা।

যদি ভাবে ব্যাক্ত হয়
তোমার নিরাকার রূপ
তুমি আছ তাই আছে
আধানময় মেঘের স্বরূপ।

তুমি থাক না একা
ব্যক্ত ব্যাপ্তি নিয়ে
সাথে সাথে চলা
তাই তোমার দেহে নারী পুরুষ
হয় এক নয়তো একাকার।

আবারো বলি
ধরি হে সুকৃষ্ণ তোমায়
পদ্মাভ রাঙা পা
খণ্ডিত পদকণা দৃষ্ট হোক
আমার অভিসারী বা

আপসারী যে কোন ভাবনায়
একক ব্রহ্মাণ্ড যখন অনুভূত হয়
শ্রীকৃষ্ণ রূপে তোমার পরিচয়

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন খেলে
খেলে সবধার
তখন সুকৃষ্ণ রূপে
তোমার নিরাকার আকার।

রূপ থেকে নিরাকারে চলে
তোমার অভিসার
এই রূপ ব্যক্ত হোক
কথা বলে উঠুক আমার
ক্ষুদ্র হৃদয় মাঝারে।

(রচনাকাল : সকাল-০৪-১১-২০১৪)

সূক্ষ্মকণার স্রোত

বিশ্বভূবন জুড়ে আপন আপন মনে
ধাইছে কেবল সূক্ষ্ম কণার স্রোত
এদিক হতে ওদিক পানে।
সু তোমার আপেক্ষিক এই নিরাকারের মাঝে
আপন মনে আপন সুরে
গান গেয়ে যাও চলে।
শূন্য থেকে মহাশূন্যে সেই সুর যে বাজে
এই যে দেখ নিথর আমি
বিষ্ময়ের জাল বুনি
অনন্তকাল আছি বসি।
জোওয়ার ভাটায় নৌকা টানা হয়নি জানা
মাঝি আমি তাও জানি।
সবাই দেখে কেউ কোথাও নেই
শূন্য কিংবা শূন্যতা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভরা
শূন্য নিয়ে গণিত চলছে কষা
খেয়াল মত এদিক ওদিক চলা
তাদের মানা কোথাও নেই থামা।
দেখে না কিছুই, দু চোখ খোলা
কার যাওয়া বা কার আসা।
কোন গানের যে কি সুর সাধা
নেইকো মানা, তবু যায় না জানা।
কোথা থেকে যাত্রা শুরু

পরের পাতায়

কোথায় গিয়ে যাত্রা শেষ
গতির মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে
আপন আপন দেশ।

সাকার আমি আকার বড়
তবুও চোখের তারায় কৃষ্ণগহ্বর
তাইতো দেখি যতই দেখি
আমার রূপের মাঝেই
তুমিই যে আজ আছ বসি
যেন অপরূপা সেই নারী।

নিত্য যেথা রূপের খেলা চলে
রূপের মাঝে রূপের মেলা বসে
শূন্য থেকে মহাশূন্য মাঝে
ব্যাপ্ত ব্যস্ত সু - তুমি নিরাকারের মাঝে
আকার নিয়ে যে কত খেলা যে চলে
ব্রহ্মাণ্ড ঘিরে অন্ত নাই মিলে
আমায় নিয়ে হচ্ছে ছেঁড়াছিঁড়ি।

অণু ভাঙছে আমি ভাঙছি
ভাঙছি আমি দিবানিশি
সু তোমার চোখে তো অশ্রু নাই ঝরে
তুমি আছ রূপের মাঝে নিরাকারের বেশে।
চলছে খোঁজা মৌল কণা বিন্যাসে আর সমবায়ে
চলছে গড়া তিলত্তমা অবকলনে - সমাকলনে।
সু দেখছ তুমি বিভোর হয়ে

পরের পাতায়

আপন খেয়ালে আপন মনে।

আমার সাকার রূপের মাঝে

কত না আকার আছে ঠাসা,

আমি দেখছি অবাক হয়ে

অপুর দৃষ্টি আমার দু চোখ ঘিরে

তোমার অদৃশ্য ঐ দেহ হতে

ইন্দ্রিয়াতীত রূপের ছটা

ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে দিক অন্তে

নিভৃতে কসমিক শাওয়ারে সু সারছ স্নান

সরিয়ে ফেলছ দেহ হতে ক্রমে ক্রমে

সুখ তত্ত্ব দিয়ে বোনা কাপড় যত

চারিদিকে ছড়িয়ে পরছে প্রবল বেগে

আমার ভালোবাসা তোমার রূপের ছটা

অনন্ত কালের চেনা

ঈশ্বর নামক কণা।

আমি দেখছি অরূপের মাঝে রূপময় তুমি।

তোমার সারা অঙ্গ অনন্ত রূপে

ইন্দ্রজাল যে বোনা।

কেমন ভাবে যাবে ছোঁওয়া

তার ঠিকানা নেই কো জানা

মৃত্যু জানি আসবে কাছে

হারিয়ে যাবে চন্দ্র - তারা

ছিনিয়ে নেবে সাকার দেহ।

পরের পাতায়

আবার যেন আসি ফিরে মানব দেহে
ভারত কিংবা ভিয়েতনামে
ইরান কিংবা ইরাকে
বার বার বা বারংবার।
দেখতে তোমার রূপের খেলা
কেমন ভাবে সাজছ তুমি
চারিদিকে মিরার ঘেরা
কোন ফিতেতে কেমন ভাবে
বিনুনি তোমার হচ্ছে বাঁধা।
লাল কিংবা বেগুনি, সবুজ না কমলা
কোন পোশাকে আজকে তোমার
মহাশূন্যে হবে হাঁটা
জ্বলবে কত আলোর বাতি
হাজার হাজার নিহারিকা।
সারা অঙ্গ রত্নে মোড়া
ছড়িয়ে পড়ছে আলোর শোভা
মধ্যমণি কহিনুর
গলায় ঝুলছে হিরের মালা
অনামিকায় পাচ্ছে শোভা
স্বর্ণে মোড়া বৃহৎ নীলা।
পায়ের কিনারা আলতা রাঙা
সুরজ ডোবা সুরজ ওঠা
ছড়িয়ে পড়া তারই আভা।

পরের পাতায়

তোমার পায়ের নুপুর ধ্বনি
বাজে যখন রিনিঝিনি
আমি বোধ হারিয়ে যায়
আমার চেতন তোমায় ধায়।
আমায় হাসায় সকাল বেলায়
আবার কাঁদায় সন্ধ্যে বেলায়
সু তুমি আমার নয়ন মণি
আমি পাগল তোমার ভেলায়।
সু ডোবা থেকে নদীতে
আবার নদী থেকে মহাসমুদ্রে
কেবল এলাম তোমার খোঁজে
তোমার ভেলায় অবহেলায়
ভাসিয়েছি দিন ভাসিয়েছি রাত
বেলায় কিংবা অবেলায়
হোক না সেটা কাল বেলায়।
তোমার চোখে চোখ পড়েছে
মায়ার টানের নেইকো মায়া।
যাক না জীবন হোক না মরণ
তবুও আমার অচল সরণ।
জান গো সু —
আমার চোখ যে বাঁধা আছে
তোমার চোখের ঐ তারার সুরে।

(রচনাকাল : সকাল-১৮-১১-২০১৪)

একেশ্বরবাদ

সু তোমার ঐ অব্যক্ত বল - ক্ষেত্রগুলি আমাকে
ওজন স্তরের মত আমাকে ঘিরে ধরে
সার্বিক আলিঙ্গনে।
বোঝা তো না যায় বিজ্ঞানের পরিভাষায় আপেক্ষিক তত্ত্বে
অনাদি অনন্ত কাল কে কাকে ঘিরে আছে।
আমার জাগ্রত বা নিদ্রিত প্রাথমিক
ক্ষেত্রের মৌলিক উপাদানগুলি ভোরের কুয়াশার মতো
দৃঢ় অথচ অদৃশ্য বাহুবন্ধনে লীন হয়ে আছে।
আমার দুই বিস্ফারিত অক্ষিগোলকে সু
ঐ যে তোমার ত্রিনেত্র যায় দেখা
দেখা যায় অনন্ত মহাশ্মশানের অনির্বান অগ্নিশিখা।
আমার চৈতন্য-বীজ অঙ্কুরীত হতে চায়
স্পর্ষ পেয়ে সামান্য ঐ জলের ধারা।
বোধের অনন্ত গভীরে গিয়ে চাওয়া
ঐ একেশ্বরবাদ - ছোঁওয়া নাই যায়
থেকে যায় মাঝখানে সামান্য শূন্যতা।
আমি বুঝে ফেলি সু কক্ষ বা কক্ষাতীত পথে
দুজনের এই পৌনঃপুনিক আবর্তন
গণিতের ভাষায় কখনো না যাবে গোনা।
মাত্রাবৃত্ত ছন্দে না দলবৃত্ত ছন্দে যে পা ফেলা
তা বোঝার আগে অদৃশ্য সমস্ত কবিতা,
তোমার মাঝে প্রকাশিত আমার কামনা

পরের পাতায়

তাই তোমার মাঝে জাগ্রত সদা
তোমাকে অনুভবের সুতীব্র বাসনা।
সু তোমার আর আমার এই গুপ্ত প্রকাশনা
কোনটা যে মনে হয় প্রেম না প্রতিক্ষা।
এই পারস্পরিক অতৃপ্তিতে সু
গতিশীল ভূবন, গতিশীল সমস্ত কণিকা।
অণু-পরমাণু হতে ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে
নিত্য গতিশীল এই একই খেলা।
নাগশেল বন্ধনে বদ্ধ হন রাম ও লক্ষণ
চোখের জলে ভাসেন পবিত্রা সীতা।
দর্পণে দেখি প্রতিবিম্ব সু
তুমি তুমি ভ্রমে ঘুরে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল
প্রতিবিম্ব সরে সরে যায়
তবুও তোমার না পাই দেখা।
এত রূপে কেন এলে
কেবল বাড়ালে আমার বিড়ম্বনা।
অস্তিত্ব সুনিশ্চিত মনে নেই কোন দ্বিধা
অবস্থান অনিশ্চিত খুঁজে ফিরি একা একা।
মনে হয় সু —
তোমাতে অনুভবে বিচ্ছুরিত শাক্তি
পদার্থে আমার ক্ষণ- অবস্থিতি।
সু ক্ষণকাল বাদে —
বিপরীতে দেখা সমস্ত বিবৃতি।

পরের পাতায়

পাল্টে যায় সমস্ত বিবৃতি
দেখি সু পদার্থ মাঝে তুমি নিয়েছ অসংখ্য আকার।
আমার আকার দেহ অজান্তে হয়েছ নিরাকার।
এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় সু সমস্ত একাকার।
ধরতে গিয়েও না যায় ধরা
সোনার হরিণ বনেতে হারা।

তোমার আর আমার মাঝে সু
শূন্য আর শূন্যতার
থেমে নেই ক্ষণকাল
এই নিরন্তর খেলা।

লোকে বলে ছিঃ ছিঃ
না যায় দেখা
এ যে ঘোর কলিকাল
দেহ আর দেহাতীতে
উলঙ্গ চারিধার।

নিলাজ আধারে দেখি
আধানে আধানে
নিত্য অভিসার।

তাই তো পরিণত পরিমিত বোধও
কখনো কখনো অজ্ঞাত কারণে
নগ্ন হয়ে ওঠে

ছেড়ে ফেলে সব লাজ
ভাস্বর হয়ে ওঠে সব সংলাপ।

(রচনাকাল : সকাল-২০-১০-২০১৪)

যমজ ফোটন

তোমাতে আমাতে সু নিত্য চোখাচখি
প্রেম-পিরিতে আমাদের নিত্য মাখামাখি।
কেন্দ্রে কেন্দ্রিভূত সত্য সু - তোমার অবস্থিতি
পরিধিতে পরিব্যাপ্ত আমার উপস্থিতি।
তোমাতে আমাতে সু —
সৃষ্টি - স্থিতি - প্রলয়ের মাঝে
এই অনন্ত চলাচলের নেই কোন বিরতি।

তোমাতে আমাতে সু —
চলমান অনুভূত অক্ষয় বন্ধন
আমি কার্য হলে সু
তুমি তার কারণ।

তুমি আর আমি যেন যমজ ফোটন
তোমাতে যতটা আছে শূন্য
আমাতে তা করেছ পূর্ণ
আবার আমার আছে যতটা অপূর্ণ
তোমাতে হয়েছে তা পূর্ণ-পরিপূর্ণ।

সু তোমার আমার মধ্যেকার
অদৃশ্য অনুমেয় এই অটুট বন্ধন
রচনা করেছে এই বিশ্বচরাচরে
ক্রমিক বিবর্তন অ্যামিবা হতে মানব মনন।
জগাই-মাধাই এর দেখি শ্রী চৈতন্যে স্মরণ।

তোমার আমার এই প্রীতি
ভালোবাসার এই অজেয় গতিবিধি
নয় স্থির মনের চেয়েও গতিশীল
এই অক্ষয় অম্বরে তুমি দৃষ্ট হও নিরবধি।

পরের পাতায়

সু তোমায় আমায় নিয়ে লেখা
নকসি কাঁথার জগৎ-পরাজগৎ কথা।
ছায়ায় কিংবা কায়ায় সতত বিরাজে
রুদ্র নৃত্যের তালে তালে
কোয়ান্টাম উষ্ণতা।
সৃষ্টি কিংবা ধ্বংসে মায়ার সারণি বেয়ে
আদি ক্ষেত্রে পরমপ্রতিসাম্য
বলে যায় কথা
ব্যক্ত হয় অব্যক্ত ব্যথা।
তোমার ও আমার মধ্যিখানে সু
অজান্তে ফনাতুলে বিষধর নাগ
জোড়ায় জোড়ায় ধেয়ে আসে অসৎ কণিকা
ছেয়ে আছে চারধার
ম্যাটার আর অ্যান্টিম্যাটার।
তবুও তোমায় ঘিরে নাই থামে
কোয়ান্টাম ব্যস্ততা।
মহাশূন্যর এই বিশাল বিচ্ছেদ বেদনা
তোমার আমার ক্ষেত্রে
কেবলমাত্র অকারণ কথা।
সু হাত বাড়ালেই আমি বন্ধু
হাত বাড়ালেই তুমি।
এই তো মোদের বুনন।
একই সোফার টানে অনন্তকাল
তোমার আমার বসে থাকা।
আমাকে বাকরুদ্ধ করেছে সু
তোমার কোয়ান্টাম খামখেয়ালিপনা।

পরের পাতায়

একই সাথে সারছি ডিনার
আমি তুমি দুই-জনা।
একই সাথে দেখছি আমি সু
তুমি শুয়ে আছ
সে তো আমি নয়
অন্য কোন এক প্রেমিকের বিছানা।
সইতে পারি না সু —
একই ক্ষণে একাধিক স্থানে
তোমার ব্যাপ্ত বাসনা।
আমি তো ক্ষুদ্র মনা
তাতে জড়িয়ে আছে
মাত্র আমার সামান্য চেতনা।
সু দেখব বলে
তোমার রূপের
এই অপরূপ খেলা।
সাজিয়ে দিলে
আমার খেলা ঘর
দশদিক তার
আয়না দিয়ে মোড়া।
দেখবে তুমি
আমার মাঝে
রামধনুর এই মেলা।
স্মৃতির মাঝে
উঠছে বেজে
আমার নিজের গান
তোমার সুরে গাওয়া।

(রচনাকাল : সকাল-১২-১১-২০১৪)

মহাজাগতিক শৃঙ্গার

প্রতিটি অণু-পরমাণুর সমগ্র অন্তর জুড়ে
কেবল মহা মোহময় শূন্যতা।
আণুবীক্ষণিক প্লাঙ্ক'স ব্রহ্মাণ্ড হতে
টেলিস্কোপিক হকিংস মহাবিশ্বে।
সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে আছে
মহাশূন্যর অস্পষ্ট কিনারা ঘেঁষে
অপূর্ণতার বেদনা রাশি রাশি ।
অন্তহীন পরিস্ফুটন মাঝে
অসংখ্য চালচুলোহীন
অব্যক্ত বিরহ যন্ত্রণা।
কাছে আছে এত কাছে ভাবনারত অতীত তা
ছোঁওয়ার ইচ্ছা সতত ধায়
গভীর প্রাণ বায়ুর মতো
তবুও তাকে কোন মতে ছোঁওয়া নাই যায়
একেই বলে নিরাকার বিরহ বেদনা।
সেই আদি চেতনা গাইছে গান
ভুবনে ভুবনে ছড়িয়ে পড়ে
সেই বেদ নাম।
সেই মহানামে ডুবে গেছে
ছায়াপথ নিহারিকা
অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে
কত শত গ্রহ তারা।
মহাজাগতিক ভ্রূনের মাঝে
শূন্যে কাঁদছে আদম।

পরের পাতায়

ইভের কোশের

অন্তরের অন্তঃস্থলে

মহাজাগতিক জিনোম

সূক্ষ্ম বুননে গড়ে ওঠে জালক

তারই মাঝে বয়ে যায়

বিরহের অনন্ত ফল্গুধরা

দুজনার অবস্থানের এই

আপেক্ষিক অনিশ্চয়তা

মনকে দিয়েছে এক

অকল্পনীয় দ্রুতি

আলোর চেয়েও নিযুত

নিযুদ গুণ গতিশীল

ব্যর্থ হয় আণুবীক্ষণিক মাপন মাত্রা।

তবুও প্রবল পারমাণবিক বলক্ষেত্র

ছেয়ে আছে চারধার

আদমের চক্ষু হতে বয়ে অশ্রুধারা।

এই অখণ্ড অব্যয়

আদিক্ষেত্র হতে

ক্রমে উঠে আসে দেহাতীত

মহাজাগতিক শৃঙ্গার রস

সুরের লহরী নিয়ে

ভেসে আসে গৌরচন্দ্রিকা।

মহাবিশ্বের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সু

তোমাতে ব্যাপ্ত চারিধার।

ব্যক্ত হয় ভালোবাসার

পরের পাতায়

মহাকর্ষ টান।

গ্রেভিট্রন কণাগুলোর থেমে নেই
আন্তরিক তান
সেতারার তার আছে
বাঁধা টানটান।

সু তোমাতে জড়িয়ে ধরতে চায়
আমার বেবাধ্য দু বাহু দিয়ে
অতীত আর আগামী।
নিবিষ্ট আলিঙ্গনে লীন হতে চায়
আত্মা আর পরমাত্মা।
শূন্য থেকে মহাশূন্যে তোমার সুশ্রী ও সুঠাম
দেহ গঠনে সু —
এক অদ্ভুত মাদকের ঘোর
আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে
মহাসামুদ্রিক গভীরতায়
বা সুদূর দিকচক্রবালেরঅ স্পষ্ট রেখায়।

অসংখ্য জীবন কেটেছে সু —
তোমার শারীরিক আভার টানে।
তবুও তোমার দেহ -রেণু কণা —
ছুঁল না আমার দেহ

নির্বাত বিচলন মাঝে
লালন ফকিরের বেশে
খুঁজে ফিরি সেই কাম্যরম প্রতিসাম্য।
শূন্য থেকে মাহশূন্যে বিস্তৃত র‍্যাম্পে
যখন হেঁটে যাও সু

পরের পাতায়

পূর্ণ উলঙ্গ দেহে
আমি অনুভব করি আমার দেহে
জাগতিক কম্পন।

ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরীর প্রতিযোগীতায়
তুমি একক নারী
দাঁড়িয়ে আছ সু
ঘিরি চারধার

এই মহাজাগতিক ফ্যাশান শো তে
সু তুমি ইলেকট্রন ফিল্ডের মত
মহাশূন্য ও মহাকাল জুড়ে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত না
আমার অতিক্ষুদ্র প্রোটন হৃদয়কে
অন্তহীন টানে যাও টেনে ।

সু তোমার ঐ সুপার মডেল
ফ্যাশান শো-এর দিকে
নির্বাক বিষ্ময়ে তাকিয়ে আছে
সমস্ত রঙিন দুনিয়া।

সিলিকনে যা মুক্ত নয়
ঘটে যায় কেবল তেজস্ক্রিয় ক্ষয়
তোমাতেই মিলেছে সেই
পরম মুক্তির কণা।

পারাবারের পারাপারের
ঐ শোনা যায়
সেই সঙ্গিত মূর্ছনা।

(রচনাকাল : সকাল-১৪-১১-২০১৪)

শূণ্যবৃত্ত

পরম শূণ্যতায় যখন তুমি সু
ধ্যানে মগ্ন থাক থমকে দাঁড়ায়
সমগ্র দেশকাল —
স্তব্ধ হয়ে যায় বেগ, দ্রুতি —নিউটনবাদ
সমস্ত কোলাহল ক্ষণিকে যায় থেমে
এক মহা নিরবতা বিরাজে চারধার
মহাদেবের তপস্যাও বাল্যক্রিড়
বোধ হয়।

রম্ভা-মেনকার নৃত্যেও
নুপুর বাজে না তার আপনার লয়ে।
মনের তীব্র গতিও অজান্তে যায় থেমে
স্নায়ুতন্ত্র অসাড় মনে হয়।
আয়নে আয়নে যাবতীয় শৃঙ্গার
মুহূর্তে যায় থেমে।

মিলনে নেই কোন আকাঙ্খা
ফুলসয্যার রাত যায় রসাতলে।
মহাশূণ্যের অস্পষ্ট কিনারা
দেখা নাই যায়।
জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে
আরও অন্য এক জীবন আছে
তারই আভা যেন বিকশিত হয়।
তোমার এই নির্লিপ্ত রূপে
তোমার ব্যাক্ত আকারে
কৃষ্ণ নিশিদিন বাজায়েছে বাঁশি
বসে কদম্বের ডালে —

পরের পাতায়

যমুনার জলে গোপনারী শরীর গিয়েছে ভিজে
গোপনারী স্নান করে যমুনার জলে
সমস্ত বসন কদম্বের ডালেতে রেখে
তুমি আছ বসে
কতখানি রূপ আছে তোমার শরীরে
বিভোর নিরখিছ তুমি আপন নয়ণে।
ঘনবস্তু ক্ষণকাল তবুও ব্যপ্ত
তোমার বোধ ব্যক্ত শতধা।
আবার কখনো সু ক্ষুদ্র কণিকার মাঝে
কোয়ান্টাম বিশ্ব তুমি করেছ রচনা
আকারের মাঝে আকার হারায়ে
সবার অজান্তে হয়েছ নিরাকার।
চোখ খুলে দেখি সু তোমার আকার
মুদিত নয়ণে দেখি তুমি নিরাকার
মাত্রাবৃত্তে বা দলবৃত্তে তোমার এই চলাচল
তাই আলন্দে নিলয়ে দেখি
হৃৎছন্দে ঘটে চলে
ক্রমিক সঙ্কোচ প্রসারণ
আপন খেয়ালে।
ত্রিমাত্রায় দেখি সু তোমার সাকার রূপ
কতনা ভাস্কর্য খদিত তোমার স্বরূপে।
আদিম গুহাচিত্র হতে কোণারকী ভাস্কর্যে —
তোমার রূপের আধার যেন পারাপার
শত শত জন্মেও দেখি অসম্ভব পারাপার।
শূণ্য মাত্রায় দেখি
সিন্ধুর প্রতি বিন্দুতে তোমার
সচল প্রকাশ।

পরের পাতায়

অগণীত রূপ ঘিরে
করেছ বিরাজ
আপতঃ দৃষ্টিতে তাই তুমি নিরাকার।

যে রূপ দেখার কৃষ্ণায়
অনন্ত গতিবেগে ভাবনা ধায়,
তারও আগে কী ছলনা বশে
সেই রূপে নৃও করে ফির
আমার সম্মুখে।

সাকার রূপে তোমার সীমিত প্রকাশ
নিরাকারে তুমি সু রূপে গুণে একাকার
এমন আধার নেই এ ত্রিভুবন জুড়ে
সেখানে তোমার স্থিতি হবে ক্ষণকাল।
সাকার ও নিরাকার রূপের মাঝেও
সু আছে তোমার অদৃশ্য, অশ্রুত,অজ্ঞাত
তোমার তৃতীয় রূপ।
এখানে তুমি ত্রিনয়ণা।
কোন ভাবে গ্রাহ্য নয়
তোমার অসম্ভব এরূপের ভান্ডার।

চোখ খুললে তুমি সাকার
মাত্রাবৃত্তে তোমার প্রকাশ
চোখ মুদলে নিরাকার
দলবৃত্তে তারই প্রকাশ।

তারই মাঝে শূণ্য বৃত্তে
ক্ষণমুহূর্ত অবস্থায়
সাকার ও নিরাকারে ঘটে যায়
সহাবস্থান।
সাকার রূপ সু সহ্য নাই হয়

পরের পাতায়

ক্ষণে ক্ষণে ঘটে যায় দেহের কম্পন।
নিরাকার রূপ দাহ্য নাই হয়
এখানে প্রবেশে সীতার দেহে নাই ক্ষয়।
এ দুয়ের রূপে মিশে
মুহূর্তের মুহূর্ত অংশে
যে তেজপুঞ্জ উঠে গড়ে
আলোকেরও নিস্তার নেই
তাকেও খায় গিলে —
এত অন্ধকারের মাঝে
তোমার প্রকাশ বাসনা জাপে
দর্পণ আলে বস্তু ক্রমে উড়ে গড়ে
তারই মাঝে প্রতিবিম্ব দুলে দুলে চলে।
মায়ার মায়াকে রেখে প্রতিবিম্বে যাও খেলে
তুমি থেমে যাও নিরালায়
চোখের আড়ালে।
দর্পণ-আলো-বস্তু-প্রতিবিম্ব
যে যার ভাবনা মত
তোমাকে জড়িয়ে ধরে
নিবিষ্ট আলিঙ্গনে।
তুমি নিরালায় হেসে চলে যাও
তোমার বিমুক্ত রূপ গোপনে রেখে যাও।

(রচনাকাল : সকাল-০৩-১২-২০১৪)

মহাজাগতিক ডি.এন.এ. বিন্যাস

কোন স্পিডলিমিট প্রযোজ্য নয় —সু তোমার শরীরে।
কোয়ান্টাম ব্যস্ততা চেয়ে আছে সমস্ত দেহে।
অকল্পনীয় দ্রুতি ছড়িয়ে আছে
সু তোমার প্রতিটি কৌণিক বিন্দু ঘিরে।
সু তোমার প্রবল আকর্ষণী বলক্ষেত্র
পরিব্যপ্ত মহাশূণ্য ও মহাকাল জুড়ে।
আমার অতি সংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্রে
অণুভূত হয় সু মহাজাগতিক কম্পন।
ভেসে ভেসে আসে মহাশূণ্যের অস্পষ্ট কিনারা।
আদিক্ষেত্রে মিলন হবে চেতনার
দেখা যাবে মহাজাগতিক ডি. এন. এ. বিন্যাস।
তোমার দেহ থেকে খসে খসে পড়ে
গ্রাভিট্রন কণা।
আমার হৃদয় ক্ষেত্র জুড়ে ক্রিয়াশীল থাকে
তোমাকে না পাওয়ার এক অব্যক্ত যন্ত্রণা।
তোমার দেহের স্পেস-টাইম কুঞ্চনে সু
গড়ে উঠে কত ছায়াপথ, কত নিহারিকা।
তোমার দেহে অজস্র
হলোগ্রাফিক চিহ্ন আছে ছেয়ে

(রচনাকাল : সকাল-০৪-১২-২০১৪)